যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 MAY ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের এমপিওর টাকা পাওয়া অনিশ্চিত

হাসান আরিফ

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষকের এমপিওর টাকা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এসব শিক্ষকের একাউন্টসহ প্রতিবেদন মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে (এজি) জমা দিতে হবে। তার আগে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে টাকা ছাড় করতে হবে। সময়মত টাকা ছাড় না করলে চলতি অর্থবছর শিক্ষকরা এমপিওর টাকা পাবেন না। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যায়যায়দিনকে বলেন, চলতি মাসের মধ্যে এমপিও সংক্রান্ত পুরো কাজ শেষ করতে না পারলে ১৩ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষক চলতি অর্থবছর এ টাকা পাবেন না। তাই সাতদিনের মধ্যে এমপিও সংক্রান্ত পুরো কাজ শেষ করতে হবে। যাতে সময়মত অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে টাকা ছাড় এবং এজি অফিসে প্রতিবেদন দেয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া কোনোভাবেই এমপিও বাতিল করা যাবে না। আর সময়মত কাজ করতে না পারলে এমপিওর টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ে ফেরত চলে যাবে। তবে দ্রুততার সঙ্গে পুরো কাজ শেষ করতে পারলে কোনো সমস্যা হবে না বলে জানান তিনি। জানা গেছে, যেসব শিক্ষক এমপিওভুক্ত হবেন তাদের আগামী ৩০ জুনের মধ্যে নিজস্ব একাউন্ট করতে হবে। একই সঙ্গে এসব অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

অনিশ্চিত : এমপিওর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

একাউন্টে এমপিওর টাকা জমা দিয়ে প্রতিবেদন এজি অফিসে জমা দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে না পারলে পুরো টাকাই ফেরত যাবে। ফলে চলতি অর্থবছর এসব শিক্ষকের এমপিওর টাকা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছর সরকার ১৩ হাজার শিক্ষকের এমপিওর জন্য ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত টাকা প্রতিজন শিক্ষকের আলাদা একাউন্টে জমা করতে হবে। এরপর, এজি অফিসের অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষকরা প্রতি মাসে তার বেতনের অংশ তুলতে পারবেন।

৭ মে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওর তালিকা প্রকাশ হয়। ওই তালিকায় ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠানের ১৩ হাজার শিক্ষক এমপিওভুক্ত হন। এ এমপিওভুক্তের তালিকা প্রকাশের পরই ব্যাপক জটিলতা দেখা দেয়। জটিলতা নিরসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী এ সংক্রান্ত সব কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে তাকে একটি চিঠি দিয়েছেন।